Website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০ তারিখঃ ২৩ এপ্রিল ২০২০ / ১০ বৈশাখ ১৪২৭

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রিয় মহোদয়,

নভেল করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত বৃহৎ শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ১২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য (CMSME ব্যতীত) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত আর্থিক সহায়তার আওতায় উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে ৩০ হাজার কোটি টাকার ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ/প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নির্দেশনাসমূহ জারি করা হয়। উক্ত সার্কুলারের নির্দেশনা অনুযায়ী তফসিলি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা দিবে। এ পর্যায়ে, উক্ত আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের তারল্য সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৫ হাজার কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Revolving Refinance Scheme) গঠন করা হয়েছে। এ স্কিমের আওতায় বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ হতে তাদের কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের ৫০% অর্থ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে। উক্ত স্কিম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবেঃ

১) **স্কিমের নামঃ** এ স্কিমের নাম হবে "বৃহৎ শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম"।

২) **তহবিলের উৎসঃ** বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল।

৩) **তহবিলের পরিমাণঃ** ১৫ হাজার কোটি টাকা।

৪) **মেয়াদঃ** এ স্কিমের মেয়াদ হবে ০৩ (তিন) বছর।

৫) **সুদ/মুনাফার হারঃ** সুদ/মুনাফার হার হবে ৪.০০% (চার শতাংশ), যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর ভিত্তিক) আরোপিত হবে।

৬) **ব্যাংক-ওয়ারী তহবিল বরাদ্দঃ** বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় প্রতিটি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তহবিলের বিপরীতে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত অর্থ এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন পাওয়া যাবে। তবে, এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ কোনভাবেই বিআরপিডি সাকুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতার বাইরে অন্য কোনো খাতে/ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

৭) **অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানঃ** এ স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে একটি অংশগ্রহণমূলক চুক্তি (Participation Agreement) স্বাক্ষর করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে স্বাক্ষরিত অংশগ্রহণমূলক চুক্তিপত্রের (Participation Agreement) মাধ্যমে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় বৃহৎ শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ স্কিমের আওতায় নিজস্ব সীমার মধ্যে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

৮) **তহবিল ব্যবস্থাপনাঃ** এ স্কিমের আওতায় পরিচালনাগত যাবতীয় কার্যক্রম ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

৯) **স্কিমের আওতায় আবেদন গ্রহণ ও পুনঃঅর্থায়ন প্রক্রিয়াঃ**

ক) বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের পর পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসে বিতরণকৃত মোট অর্থের ৫০% পুনঃঅর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট আবেদন করতে হবে।

খ) পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে অর্থায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংযোজনী-ক এবং সংযোজনী-খ মোতবেক মহাব্যবস্থাপক, ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন বরাবরে আবেদন করবে।

গ) পুনঃঅর্থায়নের জন্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদনের তারিখে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতির ৫০% পর্যন্ত অর্থ এ স্কিম হতে পুনঃঅর্থায়ন করা হবে।

ঘ) কোনো ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পুনঃঅর্থায়ন ঋণ/বিনিয়োগ সীমার কোন অর্থ পরিশোধিত হওয়ার পর বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় নতুন ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতাকে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হলে অর্থায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ স্কিম হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এভাবে একটি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান মোট ৩(তিন) বছর পর্যন্ত নিজস্ব সীমার মধ্যে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

১০) **পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়াঃ**

ক) এ স্কিমের আওতায় প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদ/মুনাফা প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তে (প্রথম তিনটি ত্রৈমাসিকের) পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে।

খ) বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/ বিনিয়োগ আদায়/সমন্বয় হলে অথবা ১(এক) বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে (যেটি আগে ঘটে) সর্বশেষ ত্রৈমাসিকের সুদসহ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে।

গ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদ/মুনাফাসহ পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করা না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায়/সমন্বয় করা হবে।

ঘ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না।

১১) **অন্যান্য নির্দেশাবলীঃ**

ক) এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থ বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতা বহির্ভূত অন্য কোন খাতে ব্যবহার করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর নির্ধারিত সুদ/মুনাফা হারের অতিরিক্ত ২% হারে সুদ/মুনাফাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে এককালীন আদায় করা হবে।

খ) এ স্কিমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের সকল পর্যায়ে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এ বর্ণিত বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

গ) এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য মাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে সংযোজনী-গ মোতাবেক ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশনে প্রেরণ করতে হবে।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযোজনীঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(মোঃ মকবুল হোসেন)
মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্বে)
ফোনঃ ৯৫৩০২৬৮

সংযোজনী-ক

অর্থায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন আবেদনের নমুনা

সূত্রঃ ---------- তারিখঃ----------

মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০/২০২০ এর আওতায় পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির আবেদন।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, ১২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় --/২০** (মাসের নাম) এ মোট ----টি ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে আমাদের ব্যাংক কর্তৃক মোট---------- টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে, যার বিপরীতে --- তারিখে আপনাদের সম্মতিপত্র (পত্র নং-----) গ্রহণ করা হয়েছিল। ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণে উক্ত সাকুর্লারে উল্লিখিত সকল নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। উক্ত অর্থায়নের বিপরীতে ২৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০/২০২০ এ বর্ণিত স্কিম হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের তথ্য (সংযোজনী-খ) এতদসঙ্গে দাখিল করা হলো।

এমতাবস্থায়, বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০/২০২০ এ বর্ণিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম হতে অত্র ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সংযোজনী-খ এ উল্লেখিত মোট ----------টাকা (কথায়----------) পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করার জন্য আপনাদের অনুরোধ জানানো হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(----------)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী/বিদেশী ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অপারেশনের প্রধান
ফোন নং:

সংযোজনী-খ

১) অর্থায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নামঃ

২) বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় অত্র ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সর্বোচ্চ সীমা (টাকায়)ঃ

৩) বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০/২০২০ এর আওতায় অত্র ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পুনঃঅর্থায়নের জন্য বরাদ্দকৃত সর্বোচ্চ সীমা (টাকায়)ঃ

৪) বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০/২০২০ এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এ পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (টাকায়)ঃ

৫) পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে অত্র ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ পর্যন্ত পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)ঃ

৬) **/২০** মাস পর্যন্ত বিতরণকৃত মোট ঋণ/বিনিয়োগের ৫০% ঃ ------- (বিস্তারিত ছক-খ(১))

ছক-খ(১)

ক্রম	ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সম্মতির তারিখ ও সূত্র	ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের তারিখ	বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকায়)	আবেদনের তারিখে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের স্থিতি (টাকায়)	বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের ৫০% (টাকায়)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭) = {(৬) x ৫০%)}
			মোট			

সংযোজনী-খ এর বিষয়ে যে কোন যোগাযোগের জন্য

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম:

পদবী:

অফিস ফোন নং:

মোবাইল ফোন নং:

ই-মেইল:

সংযোজনী-গ

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০০/২০২০ এর আওতায় প্রাপ্ত ও আদায়কৃত পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য
(পূর্ববর্তী মাসের শেষ তারিখ ভিত্তিক)
ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নামঃ

(পরিমাণ টাকায়)

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এ বর্ণিত আর্থিক প্রণোদনার আওতায় শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে প্রদেয় সীমা	বিআরপিডি সার্কুলার নং-০০/২০২০ এর আওতায় অত্র ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পুনঃঅর্থায়নের জন্য বরাদ্দকৃত সর্বোচ্চ সীমা	বিগত মাস পর্যন্ত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ	বিগত মাস পর্যন্ত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০০/২০২০ এর আওতায় আবেদনকৃত পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ	বিগত মাস পর্যন্ত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০০/২০২০ এর আওতায় প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ	বিগত মাস পর্যন্ত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০০/২০২০ এর আওতায় প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ
(১)	(২) ={ (১) x ৫০%)}	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

সংযোজনী-গ এর বিষয়ে যে কোন যোগাযোগের জন্য
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম:
পদবী:
অফিস ফোন নং:
মোবাইল ফোন নং:
ই-মেইল: